কোটচাঁদপুরে স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলায় বেকায়দায় স্বামী

প্রেম করে বিয়ে করেন সৌমিক নাজিফা (শুপ্তি) ও ওলিয়ার রহমান লিয়ন। দাম্পত্য জীবনের ১০ মাস পর এখন স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলা কাধে নিয়ে ঘুরছেন ওই স্বামী। সে কোটচাঁদপুর বাজে বামনদহ পালপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী।

ভুক্তভোগী ওলিয়ার রহমান (লিয়ন) বলেন, বিয়ের আগে আমার সঙ্গে ৬/৭ মাস সম্পর্ক ছিল সুপ্তির। সেটা ওর পিতা জানতে পেরে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। এ সময় আমরা এক সাথে তাঁর মামার বাড়ি সলেমানপুর রবিউল ইসলামের বাড়িতে যায়। এরপর আব্দুল কাদের হুজুরকে ডেকে এনে হাতে হাত দিয়ে কবুল পড়িয়ে দেন। এরপর থেকে আমরা দীর্ঘ ১০ মাস যবাৎ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছি।

তবে মাঝে মধ্যে আমার স্ত্রী সঙ্গে একটু ঝামেলা হতো। এটা নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন খারাপ আচরণ করতো আমার ও আমার পরিবারের মানুষদের সঙ্গে। সে কারণে আমি আইন মোতাবেক তাঁর খোরপোশের টাকা দিয়ে তালাক দিই। এতে করে তারা আমাকে কোন রকম আটকাতে না পেরে, তারা আমার নামে ধর্ষন মামলা দিয়েছেন।

অন্যদিকে মেয়ের পিতা ফিরোজ হোসেন বলেন, তারা সম্পর্ক করে বিয়ে করেন। তবে আমি প্রথম থেকেই ওই বিয়ের বিরোধিতা করে আসছিলাম। তবে বিয়ের বেশ কিছু দিন পর জানতে পারলাম,ওলিয়ার মেয়েকে মারধর সহ শারিরীক ভাবে নির্যাতন করেন। আর তারা যে বিয়ে করেছেন, এর কোন কাগজপত্র এখনও দেখাতে পারেনি। এ কারণে তাঁর নামে ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে।

খোরপোষের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ওরা নিজেরা টাকা পাঠিয়ে, নিজেরাই রিসিভ করেছেন। এখন তারা মিথ্যা কথা বলছেন। আমি কোন টাকা রিসিভ করি নাই।

প্রতিবেশী শাকিল হোসেন বলেন, আগে থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে, তারা বিয়ে করেন। পরে সলেমানপুর মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের বাড়ি থেকে মেয়ে তুলে দেন। ওইদিন কাজী দিয়ে বিয়ে হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে হুজুর ডেকে দোয়া

অনুষ্ঠান করেছিল।

হুজুর আব্দুল কাদের বলেন, ঘটনা তো এক বছর আগের। মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের ছেলে আমার কাছে পড়েন। হঠাৎ করে মসজিদে এসে বলেন আমার ভাগ্নির কাবিন করে বিয়ে হয়ে গেছে। আপনি ছেলেকে নিয়ে আসেন একটু দোয়া করে দিবেন। সে কথা মোতাবেক আমি গিয়েছিলাম। এরপর আমি দোয়া করে চলে আসি। তবে কাবিন কোথায় করেছে, কিভাবে করেছেন আমি জানিনা।

ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার।

মহেশপুর সীমান্ত যেন মাদক ও মানব পাচারের ‘নিরাপদ রুট’

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এখন মাদক ও মানব পাচারের জন্য একটি ‘নিরাপদ রুটে’ পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অসংখ্য মানুষ এই সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে ভারতে। একইসঙ্গে ভারত থেকে শত শত মানুষ অবৈধভাবে প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। যা প্রতিদিন বিজিবির হাতে ধরাও পড়ছে। পাশাপাশি সীমান্ত পেরিয়ে আসছে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য, যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে জানা গেছে, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে সক্রিয় একাধিক পাচারকারী চক্র দীর্ঘদিন ধরে নির্বিঘ্নে মাদক ও মানব পাচারের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এসব কর্মকাণ্ডে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, সীমান্তে মাঝে মধ্যেই মাদকসহ কিছু পাচারকারী ধরা পড়লেও, বড় ধরনের চক্রগুলো থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

আজ বৃহস্পতিবার ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের মহেশপুর সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গত ১৫ মাসে (২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে

২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) মহেশপুর ও জীবননগর সীমান্ত থেকে প্রায় ১১৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এতো বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ হলেও মামলায় আসামি থাকে না বললেই চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাদক ‘পরিত্যক্ত অবস্থায়’ উদ্ধারের কথা বলা হয়। এতে নানা ধরণের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, সম্প্রতি মাসগুলোতে কয়েক হাজার মানুষকে এই সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপারের অভিযোগ উঠেছে। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই বাংলাদেশি নাগরিক, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় বিজিবির পক্ষ থেকে নিয়মিত টহল ও অভিযান চালানো হলেও, পাচার থেমে নেই। স্থানীয়দের বক্তব্য “যদি সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারি থাকে, তাহলে প্রতিদিনই কীভাবে এই পরিমাণ মাদক প্রবেশ করে? মানুষ পাচার হয় কীভাবে?”

সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি রয়েছে। এত কড়াকড়ির মাঝেও মাদক ও মানুষ পাচার হয় কীভাবে? এমন প্রশ্ন অভিজ্ঞ মহলের।
এ ব্যাপারে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসির বক্তব্য জানতে তার সরকারি নাম্বারে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সক্রিয়করণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আয়োজন আদালত ভবনের সম্মেলনের কক্ষে এ মতবিনিময় সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা মূলত জনগণের উপকারের জন্যই কাজ করি, সে যেভাবেই হোক না কেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। এজন্য কেউ চেয়ারম্যান হোক বা ওসি, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই জনগণের উপকার। পদ্ধতিগতভাবে ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে লক্ষ্য একই।

গ্রাম নিয়েই আমাদের বাংলাদেশ। আমাদের মেহেরপুর জেলায় ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামগুলোতে যদি আমরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালাতে পারি, তাহলে দেখবেন এখানকার মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নূর নবী, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান, সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ মাসুদ রানা, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এবং এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট তাজুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় সত্যব্রত শিকদার, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাহিদুর রহমান প্রমুখ।

দর্শনায় কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনায় ৭ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ইমিগ্রেশন ভবন থেকে পুলিশ কনস্টেবল শামিম রেজা সাজুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের এক মাস পর সাত পুলিশ সদস্যের

বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত কনস্টেবলের বাবা হাসেম আলী ফরাজী মঙ্গলবার (২০ মে) দর্শনা আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি গ্রহণ করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে দিয়েছেন। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান লাভলু জানান, আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শামিম রেজা সাজু চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল সকালে চেকপোস্টের নতুন ভবনের দোতলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে সময় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তবে এক মাসের বেশি সময় পর নিহতের বাবা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ, লাভলুর রহমান, মিঠুন হোসেন, সহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল মেহেদী হাসান, ইমিগ্রেশন বিভাগের ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ও কনস্টেবল সোহেল রানা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শামিম রেজা বিবাহিত এবং তাঁর পাঁচ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও সন্তান পিত্রালয়ে থাকলেও শামিম দর্শনার নতুন ভবনে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো

অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর আড়পাড়া পূর্ব পাড়ার মহসিন মোল্লার ছেলে খোকন, মহব্বত, মহব্বত আলীর ছেলে মানিক, নওদাপাড়া তোফাজ্জেল হকের ছেলে আব্দুল ওয়াহেদ ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই

অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন বাগোয়ান মোল্লা পাড়া, থানা- মুজিবনগরের মিনারুল ইসলাম এর স্ত্রী মোছা: দিলিকা খাতুন (৪২) । সিআর নং- ৪৬৮/২৪, ধারা- N I Act 138

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে গাংনীতে তিনজন ও মুজিবনগরে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন গাংনীর নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার মৃত মিনারুল ইসলামের ছেলে মো. আব্দুস সালাম (২৩), লক্ষীনারায়ণপুর ধলার আহসানের ছেলে রকি (২২), খাসমহল ৬ নম্বর ওয়ার্ড পশ্চিমপাড়ার মো. নুর হোসেনের ছেলে মো. দবির আলী (৪৩) এবং মুজিবনগরের বাগোয়ান নতুন পাড়ার পটল মীরের ছেলে সলিম মীর (৫০)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে তৃতীয় শ্রেণির

ছাত্রীকে ইভটিজিং: যুবকের ১৫ দিন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের দায়ে আল-আমিন হোসেন (২৭) নামের এক যুবককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকালে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন এ আদালত পরিচালনা করেন। দণ্ডিত আল-আমিন হোসেন গাংনী উপজেলার বামুন্দি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-আমিন হোসেন একই গ্রামের এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে নিয়মিত রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করতেন এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে এলে তারা আল-আমিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে হাজির করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় তাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন বলেন, “শিশুদের নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জেলা ডিবি পুলিশের একটি অভিযানিক দল গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে । এরই অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলার চোখতোলা থেকে ধর্মচাকী যাওয়ার রাস্তার শ্মশানঘাটের সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে মো. দবির আলী (৪৩) নামের এক ব্যক্তিকে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত দবির আলী গাংনী উপজেলার খাসমহল এলাকার ৬নং ওয়ার্ড (পশ্চিমপাড়া)-এর বাসিন্দা মো. নূর হোসেনের ছেলে ।

পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি জেলার অন্যান্য স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান চলমান রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করা হবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন গাড়াবাড়িয়া হলদেপাড়ার পিতাঃ খইর উদ্দিনের ছেলে মোঃ শেরকুল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে ।